ইজ্‌রায়েল রাজা চায়

৯ম শমূয়েল ৮ অধ্যায় ৯-৯ পদ

আমরা প্রথম শমূয়েল পুস্তক থেকে শিখছি। এই পুস্তকের বেশিরভাগ অংশ ইজ্‌রায়েলের প্রথম দুইজন রাজা– শৌল ও দাউদের রাজত্বকে বর্ণনা করে। এখন, ইজ্‌রায়েলের জাতীয় জীবনে ঈশতন্ত্রের *(theocracy)* পরিবর্তে রাজতন্ত্রের *(monarchy)* প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটকে এর প্রথম ৭টি অধ্যায়ে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর প্রথম তিনটি অধ্যায়ে (১-৩) আমরা শমূয়লের জন্ম, বাল্যকাল ও ঈশ্বর দ্বারা তার আহ্বানের বিষয় দেখেছি; কারণ সে ইজ্‌রায়েলের প্রথম দুইজন রাজার অগ্রদূত এবং অভিষেককারী। এর দ্বারা আমাদের কাছে সেই সত্য তুলে ধরা হয়েছে যে, রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় রক্ত ও মাংসের ঊর্ধ্বে বাক্য ও আত্মাকে স্থান দিতে হবে। ৪-৬ অধ্যায়ে আমরা ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘটনা প্রবাহের অগ্রগতি দেখেছি। সেই সমস্ত ঘটনার মাধ্যমে আমাদের কাছে যে সত্য তুলে ধরা হয়েছে, তা হল, একদিকে, নিয়ম-সিন্দুককে কুসংস্কারমূলক ব্যবহারের দ্বারা ইজ্‌রায়েল পাপ করেছিল; এবং অন্যদিকে, ঈশ্বরের ভয়াবহ ক্ষমতা ও পলেষ্টীয় দেব-দেবীদের ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করতে পলেষ্টীয়রা বাধ্য হয়েছিল। ৭ অধ্যায়ে আমরা আরও দেখেছি যে, শমূয়েল ইজ্‌রায়েলকে মিস্‌পাতে মিলিত করেছে, ইজ্‌রায়েলের ঈশ্বরের কাছে তাদের পাপ স্বীকার করেছে এবং পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে ঈশ্বর তাদের জয় দিয়েছেন। এর দ্বারা ঈশ্বর-অভিষিক্ত নেতা হিসাবে শমূয়েলের ক্ষমতাকে স্বীকার করা হয়েছে, এবং আরও বলা হয়েছে যে, ইজ্‌রায়েল যদি ঈশ্বরে আস্থা রাখে ও চুক্তির বিভিন্ন দায়িত্বের প্রতি বাধ্যতার জীবন যাপন করে, তাহলে ঈশ্বর তাদের রক্ষা করবেন ও আশীর্বাদ করবেন। এখন, এইভাবে যে ঈশ্বর তাদের প্রতিপালন করে এসেছেন, তিনি কি আগামী দিনেও তাদেরকে একইভাবে পরিচালনা করতে পারেন না? এই প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে ৮-১২ অধ্যায়ে ইজ্‌রায়েলের মধ্যে রাজতন্ত্রের উত্থান ও প্রতিষ্ঠা বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ ইজ্‌রায়েল তার জাতীয় জীবনে এক জন মানুষ-রাজাকে চেয়েছে।

(ক) রাজা চাওয়ার কারণ (অজুহাত): শমূয়েলের বার্ধক্য ও তার ছেলেদের অন্যায়-অবিচার (১-৩ পদ)

৭ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, ইজ্‌রায়েল ঈশ্বরের কাছে অনুতপ্ত হয়ে পাপস্বীকার করেছে, শমূয়েল ইজ্‌রায়েলের জন্য প্রার্থনা করেছে এবং ঈশ্বর উত্তর দিয়েছেন। পলেষ্টীয়দের হাত থেকে ঈশ্বর অলৌকীকভাবে ইজ্‌রায়েলীদের উদ্ধার করেছেন (৭:৯)। ৭ অধ্যায়ের শেষাংশে আমরা আরও দেখেছি, বিচারকর্তা হিসাবে শমূয়েল ইজ্‌রায়েলের উপর ঈশ্বরের বাক্যানুসারে উপযুক্তভাবে পরিচালনা দান করেছে (৭:১৩-১৭) এইভাবে, সমস্ত বিষয় কয়েক বৎসর যাবৎ সুন্দরভাবে এগিয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু বৎসর পার হয়ে যাবার পর, ৮ অধ্যায়ে আমরা যখন শমূয়েলকে দেখছি, তখন সে বৃদ্ধ: ***"পরে শমূয়েল যখন বৃদ্ধ হইলেন"*** (৮:১)। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ৭ এবং ৮ অধ্যায়ের মধ্যে দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। শমূয়েল এখনও ইজ্‌রায়েলের উপর বিচারকাজ সম্পন্ন করে চলেছে; কিন্তু তার কাজে সাহায্য করতে শমূয়েল তার ছেলেদেরও ইজ্‌রায়েলের উপর বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছে: ***"তখন নিজের পুত্রদের বিচারকর্তা করে ইজ্‌রায়েলের উপর নিযুক্ত করলেন"*** (৮:১)। নিজে বৃদ্ধ হবার কারণেই শমূয়েল তাদেরকে নিযুক্ত করেছে। কিন্তু ইজ্‌রায়েলের উপর বংশ পরম্পরায় বিচারকাজ করার ইচ্ছা শমূয়েলের ছিল না। তার প্রমাণ আমরা পরবর্তী পদে দেখতে পাই, যখন সে তার সন্তানদের বের-শেবা নামে কনানের দক্ষিণ-প্রান্তের একটি দূরবর্তী নগরে (বিচার ২০:১; আদি ২১:৩১) বিচারকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেছিল: ***"তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম যোয়েল, দ্বিতীয় পুত্রের নাম অবিয়; তারা বের-শেবাতে বিচার করত"*** (৮:২)।

যাজক, বিচারকর্তা বা ভাববাদী হিসাবে শমূয়েল নিঃসন্দেহে এলি যাজকের থেকে সমস্ত বিষয়ে উত্তম ও প্রতিভাবান ছিল। ইজ্‌রায়েলের ইতিহাসে শমূয়েলের থেকে মহান বিচারকর্তা কেউ ছিল না। ঈশ্বরের মুখপাত্র হিসাবে শমূয়েল যেভাবে ঈশ্বরের কথা তাঁর প্রজাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে, এলি যাজক তা করতে পারেনি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যেখানে এলির কোনও প্রার্থনার কথাই বলা হয়নি, সেখানে শমূয়েলকে প্রার্থনার মহান ব্যক্তি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে (৭:৫; ৮:৬, ২১; ১৫:১১)। আবার, নেতা হিসাবেও শমূয়েল অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে (১৫:৩২-৩৩)। শমূয়েল এলির সংস্পর্শে বড় হয়ে, এলির কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিল এবং এলির ন্যায় ঈশ্বরের পরিচর্যা করার ইচ্ছার সে অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু পিতা হিসাবে এলির ব্যর্থতা থেকে শমূয়েল কিছু শেখেনি বলে মনে হয়। আর তাই ৮:৩ পদে, আমরা এলির দুই ছেলে হফ্নি ও পীনহসের (২:১২-১৭) অনুকরণে শমূয়েলের দুই ছেলে যোয়েল ও অবিয়কে বিপথে পরিচালিত হতে দেখি: *"কিন্তু তার পুত্ররা তার পথে চলত না; তারা ধনলোভে বিপথে গেল, উৎকোচ (ঘুষ) নিত, ও বিচার বিপরীতে করত।"* তারা যদিও এলির পুত্রদ্বয়ের ন্যায় ঈশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য উৎসর্গীকরণে চালাকী করেনি; কিন্তু নিজেদের পদমর্যাদা বা ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা হফ্নী ও পীনহসেরই অনুকরণ কবেছিল। তাদের নামের অর্থের বিপরীতে [যোয়েল/ইয়োয়েল নামের অর্থ ইয়াওয়ে হলেন ঈশ্বর; এবং অবিয় নামের অর্থ ইয়াওয়ে আমার (স্বর্গীয়) পিতা] তারা তাদের জীবন যাপন করেছে। লাভের আশা করে (যাত্রা ১৮:২১), ঘুষ নিয়ে (যাত্রা ২৩:৮) ও বিচার বিপরীতে করে (যাত্রা ২৩:২, ৬-৮; ২বিবরণ ১৬:১৮-২০, ২৪-২৭) তারা ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করেছে। ভাববাদিরা যে বিষয় বারংবার ইজ্রায়েলকে সতর্ক করেছে (যিশা ৫:২৩; আমোষ ৫:৭, ১২), তারা সেই কাজই করেছে। এখন, প্রশ্ন করা যেতে পারে, তার পুত্রদ্বয়ের এমন কুকীর্তির কথা শমূয়েল কি জানত? বের- শেবা যথেষ্ট দূরবর্তী হওয়ার কারণে, এ বিষয়ে আমরা শমূয়েলের অজ্ঞানতার কথা ভাবতে পারি। কিন্তু ইজ্রায়েলের সমস্ত কূলের প্রাচীনদের কাছে সেই তথ্য থাকার অর্থ, শমূয়েলের পক্ষে তা না-জানার কোনও কারণ ছিল না। যাইহোক, তাদের সংশোধন করতে শমূয়েল উপযুক্ত ব্যবস্থ গ্রহণ করেছিল কি-না, তা-ও আমাদের বলা হয়নি।

(খ) রাজা চাওয়ার পদ্ধতি: ইজ্রায়েলের প্রাচীনরা শমূয়েলের কাছে রাজা দাবি করল (৪-৫ পদ)

এখন শমূয়েলের বার্ধক্য এবং তার পুত্রদ্বয়ের বিপথ গমন শমূয়েলের কাছে রাজা চাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে ইজ্রায়েলের প্রাচীনদের সুযোগ করে দিয়েছিল। প্রাচীনরাই নিজেদের উদ্যোগে শমূয়েলের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে তারা শমূয়েলকে এই কথা বলেছিল: *"আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনার পুত্ররাও আপনার পথে চলে না; এখন অন্য সকল জাতির ন্যায় আমাদের বিচার করতে আপনি আমাদের উপরে এক জন রাজা নিযুক্ত করুন"* (৫ পদ)। ধরা যেতে পারে, পলেষ্টীয়দের আক্রমণ ও অত্যাচারের ভয়ের (৪:২, ১০; ৭:৭) মুকাবিলা করতে, তারা এমন পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। অবাক করার মতো বিষয় হল, তারা শমূয়েলকে তাদের জন্য নতুন এবং আরও ধার্মিক বিচারকর্তা নিযুক্ত করতে নয়; কিন্তু অন্য সকল জাতির ন্যায় এক জন রাজা নিযুক্ত করতে অনুরোধ করেছে। এর আগে গিদিয়োন যখন ইজ্রায়েলের উপর বিচারক ছিল, তখনও তারা গিদিয়োনের কাছে একই ধরণের আর্জি করেছিল: *"পরে ইজ্রায়েলের লোকেরা গিদিয়োনকে বলল, আপনি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করুন, কারণ আপনি আমাদের মিদিয়নের হাত থেকে নিস্তার করেছেন"* (বিচার ৮:২২)। কিন্তু তাদের সেই আর্জির বিপরীতে গিদিয়োন তাদের বলেছিল, *"আমি তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করব না, এবং আমার পুত্রও তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করবে না; সদাপ্রভুই তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করবেন"* (বিচার ৮:২৩)।

যাইহোক, ইজ্রায়েলের প্রাচীনরা *"অন্য সকল জাতির ন্যায় রাজা চায়।"* এখন, ঈশ্বর ইজ্রায়েলকে মনোনীত করেছেন, এবং তাদের সঙ্গে চুক্তিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, যেন তারা অন্য সকল জাতির ন্যায় না হয়। পরিবর্তে, তারা যেন ঈশ্বরের বিধান মেনে এবং তাঁর প্রেম ও প্রতিজ্ঞায় আস্থা রেখে (যাত্রা ১৯:৪-৬; ২বিবরণ ৭:৭-১১) তাদের পৃথকীকরণের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। এখন, ২বিবরণ ১৭:১৪-১৮ পদে মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর ইজ্রায়েলকে রাজার নিযুক্তিতে যে বিধান দিয়েছিলেন, সেখানেও অন্য জাতির অনুকরণে রাজা চাইবার কথা বলা হয়েছে: *"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিচ্ছেন, তুমি যখন সেখানে গিয়ে দেশ অধিকার করবে, আর বলবে, আমার চারদিকের সকল জাতির ন্যায় আমিও নিজের উপরে এক জন রাজা নিযুক্ত করব . . . "* (২বিবরণ ১৭:১৪)। অর্থাৎ, তাঁর দাস

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর যে কথা পূর্বে জানিয়েছিলেন, এবং তার জন্য ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন, প্রাচীনরা কেবল তা-ই চেয়েছে। এর অর্থ, ঈশ্বর জানতেন যে, অন্য সমস্ত জাতির অনুকরণে ইজ্রায়েলও রাজা চাইবে, আর তাই তিনি তাদের রাজা দিলেও সেই রাজা অন্য রাজাদের থেকে কীভাবে পৃথক হবে, তা তাদের পূর্বেই জানিয়েছিলেন (২বিবরণ ১৭:১৫-১৮ পদ)।

মোশি উপলব্ধি করেছিল যে, কনান অধিকার করার পর ইজ্রায়েল মানুষ-রাজা চাইবে (২বিবরণ ১৭:১৮-২০); কিন্তু ইজ্রায়েলের রাজতন্ত্র একইসঙ্গে তাদের উপর মহান রাজা হিসাবে সদাপ্রভুর ক্রমশ কর্তৃত্বকেও স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু ইজ্রায়েলের প্রাচীনরা যখন শমূয়েলের কাছে রাজা চেয়েছে (৮:৫, ১৯-২০), তখন তারা তাদের উপর সদাপ্রভুর রাজত্বকে অস্বীকার করেছে (৮:৭; ১০:১৯; ১২:১৭, ১৯)। তারা তাদের চারপাশের বিভিন্ন দেশের অনুকরণে রাজা চেয়েছে, যে রাজা তাদের যুদ্ধে পরিচালনা দেবে, এবং যার মাধ্যমে তারা জাতীয় নিরাপত্তা ও ঐক্য উপলব্ধি করবে। এমন রাজাকে চেয়ে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের চুক্তি-সম্পর্ককে অস্বীকার করেছে, যিনি হলেন তাদের উপর প্রকৃত রাজা। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, তাদের রক্ষা করতে ঈশ্বর যে কেবল প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা নয়; তিনি তাঁর সাম্প্রতিক কাজের দ্বারা (৪-৬ অধ্যায়ের নিয়ম-সিন্দুক সংক্রান্ত ঘটনার দ্বারা এবং ৭ অধ্যায়ের বিজয়ের দ্বারা) ইজ্রায়েলের পক্ষে তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শনও করেছেন। তা সত্ত্বেও তাদের জন্য একজন রাজাকে নিযুক্ত করতে ঈশ্বর শমূয়েলকে নির্দেশ দিয়েছেন (৮:৭, ৯,২২)।

এখন, যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এখানে অমাদের উপলব্ধি করতে হবে, তা হল, ইজ্রায়েলের মধ্যে রাজা থাকাটা উচিৎ কি-না, তা নয় (কারণ, ঈশ্বরই তাদের রাজা দিতে চেয়েছিলেন); কিন্তু তার পরিবর্তে, তাদের মধ্যে একজন রাজা থাকা সত্ত্বেও তারা কীভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের চুক্তি-সম্পর্ক (ঈশতন্ত্র) রক্ষা করবে? এই সমস্যার সমাধান আমরা শৌলকে রাজা হিসাবে অভিষেকের অনুষ্ঠানে দেখতে পাই (১১:১৪-১২:২৫)। চুক্তির নবীকরণের প্রেক্ষাপটে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা শমূয়েল ইজ্রায়েলের রাজতন্ত্রকে পার্শবর্তী আন্যন্য দেশের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ইজ্রায়েলের রাজা তার ক্ষমতা ও শক্তিতে স্বায়ত্বশাসন (স্বাধীনতা) ভোগ করতে পারবে না; পরিবর্তে রাজাও সদাপ্রভুর বিধান ও ভাববাদীর বাক্যের অধীন হবে (১০:২৫; ১২:২৩)। এই সত্য কেবল শৌলের জন্য নয়, কিন্তু তার পরবর্তী ইজ্রায়েলের সমস্ত ভবিষ্যৎ রাজার প্রতি প্রযোজ্য হবে। প্রজাদের উপর সদাপ্রভুর কর্তৃত্বে রাজা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হবে, এবং রাজাসহ সমস্ত প্রজা স্বীকার করবে যে, তাদের উপর সদাপ্রভুই চূড়ান্ত সার্বভৌম (১২:১৪-১৫)। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই রাজা আগামী দিনে খ্রীস্টেরই প্রতিরূপ; যে রাজার মাধ্যমে প্রজারা সদাপ্রভু ও তাঁর বাক্যের আরও কাছে আসবে।

এইভাবে, ১শমূয়েল ৮-১২ অধ্যায়ে আমরা রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রতি দুটি বিপরীতধর্মী মনোভাব দেখতে পাই: (১) একদিকে ইজ্রায়েলকে এক জন রাজা দিতে শমূয়েলকে আদেশ করা হয়েছে (৮:৭, ৯, ২২; ১০:২৪; ১২:১৩); কিন্তু অন্যদিকে (২) তাদের মধ্যে একজন রাজা চাওয়াকে তাদের মধ্য থেকে সদাপ্রভুকে পাপপূর্ণ বর্জন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (৮:৭; ১০:১৯; ১২:১২, ১৭, ১৯-২০)। সদাপ্রভুর সঙ্গে ইজ্রায়েলের চুক্তি-সম্পর্কের প্রেক্ষিতে আমাদেরকে রাজতন্ত্রের প্রতি এই দুই বিপরীতধর্মী মনোভাবকে উপলব্ধি করতে হবে।

(গ) রাজা চাওয়ার পরিণতি: শমূয়েলের প্রার্থনা ও ঈশ্বরের উত্তর (৬-৯ পদ)

শমূয়েল যে ইজ্রায়েলের উপর এক জন রাজার নিযুক্তিকরণের বিপক্ষে ছিল, তা নয়। কিন্তু অন্য সকল জাতির অনুকরণে, সেই রাজা ***"তাদের উপর বিচার করবে"***– এই চিন্তার পক্ষে শমূয়েল সায় দিতে পারেনি।। তাই ৬ পদে বলা হয়েছে, ***"কিন্তু 'আমাদের বিচার করতে, আমাদের এক জন রাজা দিন,' তাদের এই কথা শমূয়েলের মন্দ বোধ হল; তাই শমূয়েল সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করল।"*** অর্থাৎ, তার নিজের বার্ধক্য ও তার পুত্রদ্বয়ের কুকর্মের কথা শুনে শমূয়েল যে চটে গেছিল, তা নয়। আবার রাজা চাওয়াটা যদি শমূয়েলের চিন্তায় ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর হত, তাহলে শমূয়েল প্রাচীনদের এই ইচ্ছার কথা শুনে তাকে অপবিত্র ও যুক্তিহীন বলে সরাসরি এড়িয়ে যেত। কিন্তু শমূয়েল তা করেনি, তার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পরিবর্তে সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে; বিষয়টিকে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত করেছে।

আর ঈশ্বর শমূয়েলকে এই উত্তর দিয়েছেন, *"এই লোকেরা তোমার কাছে যা যা বলছে, সেই সমস্ত বিষয়ে তাদের কথা শোন; কারণ তারা তোমাকে অগ্রাহ্য করল, এমন নয়; কিন্তু আমাকেই অগ্রাহ্য করল, যেন আমি তাদের উপরে রাজত্ব না করি"* (৭ পদ)। ঈশ্বরের এই কথা থেকে পরিষ্কার যে, ইজ্রায়েলের পার্থিব সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার সময় উপস্থিত হয়েছে। যেহেতু রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বর নির্দিষ্ট কোনও শর্ত বা সময়ের কথা বলেননি (২বিবরণ ১৭:১৪-১৮)। তথাপি তাদের এই কাজের দ্বারা তারা ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করেছে, যে কাজ তারা ক্রমশ ধারাবাহিকভাবে করে চলেছে: *"যে দিন মিসর থেকে আমি তাদের বের করে এনেছিলাম, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত তারা যেরূপ ব্যবহার করে এসেছে অন্য দেব-দেবীদের সেবা করার জন্য আমাকে ত্যাগ করে এসেছে, তদ্রূপ ব্যবহার তোমার প্রতিও করছে"* (৮ পদ)। এই কথার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার থেকে অনুভূতি বেশি পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে। রাজা চাইবার ক্ষমতা ইজ্রায়েলের প্রাচীনদের অবশ্যই ছিল, তাদের সেই কাজকে বাইরে থেকে বিচার করলে, কোনও দোষের বিষয় ছিল না; কিন্তু সমস্যা ছিল তাদের অন্তরে। তারা তাদের পরিস্থিতি নিয়ে নম্রভাবে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হতে পারত, তাদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিতে ঈশ্বরের কাছে কাঁদতে পারত (যেমন ৭ অধ্যায়ে তারা করেছিল), এবং সম্পূর্ণ বিষয়টিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পিত করতে পারত। তারা যদি তা করত, তাহলে ঈশ্বর অবশ্যই তাঁর অনুগ্রহে তাদের উত্তর দিতেন। কিন্তু তারা এ বিষয়ে ঈশ্বরকে ডাকার প্রয়োজন অনুভব করেনি; পরিবর্তে, তাদের একজন রাজা দিতে তারা দাবি করেছে, এবং অন্য সকল জাতির সংস্কৃতি ও পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছে। ইজ্রায়েলের প্রশাসনিক কাজে শমূয়েল যে এবার অক্ষম হয়ে পড়েছে, তা প্রাচীনরা পরোক্ষভাবে তাকে জানিয়েছে। এখন, শমূয়েলের প্রতি এমন অনাস্থা তৈরী হবার কারণ, সদাপ্রভু ও তাঁর পরিচালনার প্রতি তারা আস্থা হারিয়েছে। এইভাবে, শমূয়েলের ব্যক্তিত্বে তারা সদাপ্রভু ও তাঁর রাজত্বকে বর্জন করেছে। তারা এক জন রাজাকে চেয়েছে, কারণ তারা ভেবেছে ঈশ-রাজ ইয়াওয়ে তাদের ধারাবাহিক সুখ-সাচ্ছন্দ্য দিতে অক্ষম। এমন মনোভাবে রাজা চেয়ে, তারা ইয়াওয়ে ঈশ্বরের রাজত্বের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেছে ও তাকে বর্জন করেছে; যাকে অন্য দেব-দেবীদের সেবা করার সঙ্গে ঈশ্বর তুলনা করেছেন (১০:১৮, ১৯; ১২:৭; যিহোশূয় ২৩:১৬)।

এখন, তারা তাদের কাজে কী ভুল করেছে বা করতে চলেছে, তা তাদেরকে আগে ভাগে জানাতে ঈশ্বর শমূয়েলকে বলেছেন, যেন সে তাদের উপর রাজত্বকারী আগমী রাজার কর্তৃত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে: *"এখন তাদের কথা শোন; কিন্তু তাদের বিপক্ষে দৃঢ়রূপে সাক্ষ্য দাও, এবং তাদের উপরে যে রাজত্ব করবে, সেই রাজার নিয়ম তাদের জানাও"* (৯ পদ)। অর্থাৎ ঈশ-রাজার পরিবর্তে ইজ্রায়েল অন্য সকল জাতির অনুকরণে যে মানুষ-রাজাকে পেতে চেয়েছে, সেই রাজা তাদের উপর একনায়কসুলভ ও চরম ক্ষমতার প্রয়োগ করবে, বিভিন্ন বিষয় তার নিজের জন্য দাবি করবে, তা তাদেরকে পূর্বেই জ্ঞাত করতে ঈশ্বর শমূয়েলকে আদেশ করলেন। ইজ্রায়েলের প্রাচীনরা শমূয়েলের পুত্রদ্বয়ের দ্বারা বিচারের অবমাননার কথা বলেছে; কিন্তু তারা জান না, তারা অন্য জাতির অনুকরণে যে রাজা চাইছে, সে তার স্বেচ্ছাচারীতায় ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে কী পরিমাণে পদদলিত করতে চলেছে!

কিন্তু সেদিন ইজ্রায়েলের প্রাচীনসহ সমস্ত ইজ্রায়েল সেই সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা কেবল তাদের চারপাশের বিভিন্ন জাতির রাজাদের দেখে, তাদের ন্যায় দেখতে শক্তিশালী একজন রাজা চেয়েছিল। সহজ কথায় তারা ঈশ্বরের মনের মতো রাজাকে নয়, কিন্তু নিজেদের মনগড়া রাজাকে চেয়েছিল। যেমন যীশুকে দেখেও তারা চিনতে পারেনি, তাঁর পরিবর্তে তারা এমন একজন রাজা চেয়েছিল, যে রোমীয় পরাধীনতা থেকে তাদের উদ্ধার করবে। আজ আমরা যদি আমাদের মনগড়া ঈশ্বর তথা রাজার খোঁজ করি, তাহলে আমরাও সেই একই ভুল করব। আসুন, তাঁর বাক্যে তিনি যেমন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাঁকে সেই অর্থে চিনি, তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁর সেবা করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com